রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ২৩, ২০২৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
www.ccb.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩৭২-আইন/২০২২।—প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (অনুসন্ধান, তদন্ত, পুনর্বিবেচনা ও আপিল) প্রবিধানমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) “অনুসন্ধান” অর্থ কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইবার পর কমিশন কর্তৃক তদন্ত পরিচালনার পূর্বে অভিযোগের প্রাথমিক উপাদান বা সত্যতা উদঘাটনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রম;

মূল্য : টাকা ৪০.০০

(২) “অনুসন্ধান কর্মচারী” বা “অনুসন্ধান দল” অর্থ কমিশনের পক্ষে অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী বা কমিশন কর্তৃক গঠিত কোনো অনুসন্ধান দল;

(৩) “অভিযোগ” অর্থ ব্যবসা বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বিরোধী কোনো কার্যের বা আইনে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের নিকট দাখিলকৃত বা কমিশন কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত কোনো অভিযোগ;

(৪) “আইন” অর্থ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নং আইন);

(৫) “আদেশ” অর্থ অভিযোগের উপর কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো আদেশ এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশসহ, সময় সময়, প্রদত্ত যে কোনো আদেশ, চূড়ান্ত আদেশ এবং পুনর্বিবেচনার আদেশ;

(৬) “কমিশন” অর্থ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;

(৭) “চেয়ারপার্সন” অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন;

(৮) “তদন্ত” অর্থ কমিশনের নিকট কোনো অভিযোগ দায়ের হইবার বা স্বপ্রণোদিতভাবে কোনো অভিযোগ আনয়নের পর এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুসন্ধান কার্যক্রম সমাপ্তির পর, কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক অধিকতর সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(৯) “তদন্ত কর্মচারী” বা “তদন্ত দল” অর্থ কমিশনের পক্ষে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী বা কমিশন কর্তৃক গঠিত কোনো তদন্ত দল;

(১০) “তফসিল” অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো তফসিল;

(১১) “দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী” অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্ব পালনের জন্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত উহার কোনো কর্মচারী;

(১২) “ধারা” অর্থ আইনের কোনো ধারা;

(১৩) “ফরম” অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো ফরম;

(১৪) “ফি” অর্থ তফসিলে উল্লিখিত ফি;

(১৫) “সচিব” অর্থ কমিশনের সচিব।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অভিযোগ

৩। **কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ফরম-১ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-২ অনুসারে প্রয়োজনীয় কাগজ, দলিল ও তথ্যাদি এবং তফসিলে উল্লিখিত ফিসহ কমিশনের নিকট সরাসরি, ডাক বা কুরিয়ার যোগে বা অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ কমিশনের সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর মাধ্যমে অবিলম্বে চেয়ারপার্সনের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফরম-১ বা ফরম-২ অনুসারে অভিযোগ দায়ের করা হইলে উহা যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী পরীক্ষা করিবেন এবং কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে সচিব, যথাশীঘ্র সম্ভব, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে ফরম পূরণ করিবার জন্য অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ দাখিলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক কমিশনের নিকট সরাসরিভাবে অভিযোগ দায়ের করিলে সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী অভিযোগ প্রাপ্তির প্রমাণক হিসাবে অভিযোগ প্রাপ্তি নম্বর ও তারিখ সংবলিত একটি রশিদ তাহাকে প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ফরম-৩ অনুযায়ী "অভিযোগ রেজিস্টারে" লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) কমিশন কর্তৃক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত অভিযোগ ফরম-৪ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে কোনো অভিযোগ বা তথ্য বা প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইলে সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্তৃক উহা ফরম-৫ অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৮) উপ-প্রবিধান (১), (৬) এবং (৭) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে সচিব উহা, যথাশীঘ্র সম্ভব, কমিশনের সভায় উত্থাপন করিবেন।

৪। **অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য আবেদন।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অভিযোগ দায়েরের সময় বা শুনানির যে কোনো পর্যায়ে ধারা-১৯ এর বিধান অনুসারে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার চাহিয়া অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য পৃথকভাবে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে আবেদন দাখিলের সময় আবেদনকারীকে প্রতিটি প্রতিপক্ষের জন্য প্রাপ্তি স্বীকার যুক্ত ফেরতযোগ্য রেজিস্টার্ড ডাক-মাশুল (Postal with AD) সহ আবেদনের প্রয়োজনীয় কপি (প্রতিপক্ষের সংখ্যা অনুসারে) সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। **অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি।**—প্রবিধান ৩ এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত কমিশন, প্রয়োজনে, উহার কর্মচারীদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সদস্যবিশিষ্ট এক বা একাধিক যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
অনুসন্ধান

৬। **অনুসন্ধানের জন্য অনুমোদন**।—কমিশনের সভায় উপস্থাপিত অভিযোগ যাচাই-বাছাইক্রমে কমিশন—

(ক) অভিযোগের উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে অভিযোগটি অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগে প্রেরণ করিবে; বা

(খ) অভিযোগের উপাদান বিদ্যমান না থাকিলে অভিযোগটি সরাসরি নথিজাত করিয়া সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিবে।

৭। **অনুসন্ধান দল গঠন ও পরিচালনা**।—(১) প্রবিধান ৬ এর দফা (ক) এর অধীন অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ চেয়ারপার্সনের অনুমোদনক্রমে কমিশনের একজন কর্মচারীকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট অনুসন্ধান দল গঠন ও উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়াবলি ফরম-৬ অনুসারে অনুসন্ধান রেজিস্টার নামীয় একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

৮। **অনুসন্ধানের সময়মীমা**।—(১) অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ১৫ (পনের) কার্যদিবস সমাপ্ত হইবার পূর্বেই অতিরিক্ত সময় চাহিয়া অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগে আবেদন করিতে পারিবে এবং সময় বর্ধিতকরণের বিষয়টি যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত বিভাগ অনধিক ১০ (দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করিতে না পারিলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক, অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দলকে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই সময় বর্ধিতকরণের জন্য অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগের মাধ্যমে কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) কমিশন উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দলের নিকট হইতে সময় বর্ধিতকরণের আবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন—

(ক) যথার্থতা বিবেচনা করিয়া সময় বর্ধিত করিবার প্রয়োজন থাকিলে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে; বা

(খ) যথার্থতা না থাকিলে সময় বর্ধিতকরণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দলের বিরুদ্ধে উপ-প্রবিধান (৬) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে নূতনভাবে অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল বরাবরে সময়সীমা, কার্যপরিধি, ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর দফা (গ) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল উহার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বর্ধিতকরণের জন্য কোনো আবেদন করিতে পারিবে না।

(৬) এই প্রবিধানে বর্ণিত সময় বৃদ্ধির আবেদনে উল্লিখিত কারণ অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য আবদন করা হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দলের বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে প্রযোজ্য চাকরিবিধি বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের আওতায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৯। **অনুসন্ধান কার্য চলাকালে শুনানি গ্রহণ**।—(১) কোনো অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল যদি মনে করে যে, অভিযোগকারী এবং অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ বা অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজ ও দলিলাদি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফরম-৭ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৮ অনুসারে লিখিত নোটিশ এবং উক্ত নোটিশের সহিত ফরম-১৪ সংযুক্ত করিয়া, নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তদ্‌কর্তৃক দাখিলীয় অভিযোগ বা তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নোটিশে নির্দেশিত সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে বক্তব্য পেশ করা হইলে অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং কার্যধারা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১০। **অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনকালে কর্মচারীদের অনুসরণীয় বিধানাবলি**।—অনুসন্ধানকার্য সম্পাদনকালে অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল কর্তৃক প্রবিধান ১৭ এর উপ-প্রবিধান (১) এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

১১। **অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল**।—অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল অনুসন্ধান কার্য সমাপ্তির পর ফরম-১৯ অনুসারে একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনের সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগের নিকট দাখিল করিবে।

১২। **অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি**।—(১) প্রবিধান ১১ এর অধীন অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন—

(ক) ধারা ১৭ এর অধীন অভিযোগটির উপর প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ শুনানি, শুনানিঅন্তে নিষ্পত্তি বা মিমাংসা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) অভিযোগটির তদন্তের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগে প্রেরণ করিতে পারিবে;

(গ) অভিযোগটির উপর প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া না গেলে উহা নথিজাত করিবার সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয় রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিবেন।

১৩। **অনুসন্ধান ডায়েরি**।—অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল যখন কোনো অনুসন্ধান কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবে তখন ফরম-৯ অনুযায়ী অনুসন্ধান ডায়েরিতে দৈনন্দিন ভিত্তিতে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবে।

১৪। **অনুসন্ধানের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল**।—অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল প্রতি মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে বিগত মাসে তাহার সম্পাদিত অনুসন্ধান কার্যের একটি প্রতিবেদন ফরম-১০ অনুসারে অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত বিভাগ কমিশনের মাসিক সমন্বয় সভায় উহা উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
তদন্ত

১৫। **তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল গঠন ও পরিচালনা**।—(১) কমিশন তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে উহার একজন কর্মচারীকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত দল গঠন ও তদন্তের সময়সীমাসহ কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন তদন্ত দল গঠনের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থনীতি, আইন বা বাণিজ্য বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগ ফরম-**১১** অনুসারে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত তদন্ত রেজিস্টার নামীয় একটি রেজিস্টার লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

১৬। **তদন্তের জন্য নোটিশ প্রদান**।—(১) কোনো অভিযোগের তদন্ত চলাকালে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল যদি মনে করে যে, অভিযোগকারী এবং অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ বা অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজ ও দলিলাদি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইলে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষকে বা যথাক্রমে ফরম-**১২** এবং ফরম-**১৩** অনুসারে লিখিত নোটিশ এবং উক্ত নোটিশের সহিত ফরম-**১৪** সংযুক্ত করিয়া, নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন তদন্ত কার্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না হইলে এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কাগজ বা দলিলাদি জমাদানে ব্যর্থ হইলে আইনের বিধান অনুসারে উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে এই মর্মে নোটিশে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৭। **তদন্ত প্রক্রিয়া**।—(১) তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল যে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবে উহার স্তর বা ধাপ হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(গ) আইনের আওতায় অভিযোগ নির্ধারণ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বাজার নির্ধারণ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বাজারে প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব নির্ধারণ;

(চ) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ;

(ছ) অভিযোগ প্রমাণের জন্য উপাদান চিহ্নিতকরণ;

(জ) অভিযোগ প্রমাণের জন্য চিহ্নিত উপাদানমূহের তথ্যাদি যেখানে বা যাহার নিকট পাওয়া যাইবে উক্ত স্থান, ব্যক্তি, কার্যালয়, দলিলাদি এবং সরঞ্জামাদি চিহ্নিতকরণ;

(ঝ) দফা (জ) এ উল্লিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিল বা প্রমাণাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ, যথা :—

(অ) সরেজমিন পরিদর্শন;

(আ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ;

(ই) সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ; এবং

(ঈ) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি নিয়ন্ত্রণ এবং হেফাজতকরণ।

(ঞ) সংগ্রহকৃত তথ্য, কাগজ এবং দলিলাদি যাচাই-বাছাই, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;

(ট) আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা লংঘন হইয়াছে কিনা বা অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ;

(ঠ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় (যদি থাকে)।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল তদন্তকার্য সম্পাদনের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করিয়া প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) অভিযোগের ঘটনা ও অবস্থা নির্ণয়;

(খ) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ;

(গ) অভিযোগের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় কাগজাদি সংগ্রহ;

(ঘ) ঘটনাস্থলের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য সংগ্রহ; এবং

(ঙ) ঘটনার কারণ উদঘাটন ও নির্ণয় করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (ঘ) এর অধীন ঘটনাস্থলের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য সংগ্রহকালে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দলের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগের সহিত তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ততা রহিয়াছে তাহা হইলে বিষয়টি কমিশনের নিকট জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিবে এবং উক্ত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা বা আদেশ প্রদান করা হইলে তদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল, প্রয়োজনে, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুসারে অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, হিসাব বিজ্ঞান অথবা অন্য কোনো ক্ষেত্র হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাইতে এবং তাহাদের নিকট হইতে সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) এর প্রাসঙ্গিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল কমিশনের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তদন্তের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা অন্য কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাহিতে বা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **তদন্ত কার্যে কমিশনের পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ।**—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন তদন্ত পরিচালনার লক্ষ্যে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল, প্রয়োজনে, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত যে কোনো ক্ষমতা কমিশনের পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য নোটিশ জারি এবং উক্ত সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা;

(খ) অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া নোটিশ জারি করা এবং এইরূপ কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হইলে উহা বিবেচনা ও পরীক্ষা করা;

(গ) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কোনো দলিল উদঘাটন বা, ক্ষেমত, উক্ত দলিল বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজাদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অফিস হইতে সংগ্রহ করা বা উহার অনুলিপি তলব করা; এবং

(ঘ) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাই বা, ক্ষেত্রমত, স্থান পরিদর্শন এবং সংগৃহীত তথ্যাদি বা দলিলাদি যাচাইকরণ।

(২) তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল উহাদের কার্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে তাহার হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো রেকর্ডপত্র, হিসাব, অন্যান্য দলিল, সরঞ্জামাদি বা প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি, ডাটা ইত্যাদি উপস্থাপন বা, ক্ষেত্রমত, সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, তাহার বা তাহাদের হেফাজতে লইতে পারিবে।

১৯। **তদন্ত কার্য চলাকালে শুনানি গ্রহণ**।—(১) তদন্ত কার্য চলাকালে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল যদি মনে করে যে, অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে তাহাকে প্রবিধান **১৬** এর বিধান এবং ফরম-**১২** বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-**১৩** অনুসারে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) তদন্ত চলাকালে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল কোনো বস্তু বা সরঞ্জামাদি অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুনানির কাজে সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করিলে তদন্ত সংশ্লিষ্ট উক্ত বস্তু বা সরঞ্জমাদি তাহার বা তাহাদের হেফাজতে লইতে পারিবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিবে, যাহা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **তদন্ত কার্যে কর্মচারীদের অনুসরণীয় বিধানাবলি**।—এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল কমিশনের পক্ষে, যতদূর সম্ভব, আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে—

(ক) Evidence Act, 1872 (Act I of 1872), Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) Civil rules & Orders (CRO) এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে পারিবে;

(খ) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (চ) এর বিধান প্রতিপালনের লক্ষ্যে এবং এই অধ্যায়ে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) কোনো অফিস হইতে ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কাগজাদি সংগ্রহ করা হইলে উহা হেফাজতে রাখিতে বা উহার অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে পারিবে।

২১। **তদন্তের মাসিক প্রতিবেদন দাখিল**।—তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল পৃথকভাবে প্রতি মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে বিগত মাসে তাহার বা উহার সম্পাদিত তদন্তকার্যের ফলাফলসহ একটি প্রতিবেদন ফরম-**১৫** অনুসারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

২২। **তদন্ত কার্য সম্পন্ন ও প্রতিবেদন দাখিল।**—(১) তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত দল অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ বা সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করিয়া ফরম-২০ অনুসারে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত দল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কমিশনের নিকট অতিরিক্ত সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে কমিশন অনূর্ধ্ব ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া পূর্ববর্তী তারিখের ধারাবাহিকতায় সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল তদন্ত কার্য সম্পাদন করিতে না পারিলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক পুনরায় কমিশনের নিকট সময় বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন—

(ক) যথাযথ বিবেচনা করিলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সময় বৃদ্ধি বা অন্য কোনো আইনানুগ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে; বা

(খ) সময় বৃদ্ধির আবেদন অগ্রহণযোগ্য এবং অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করিলে অথবা তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইয়াছে মর্মে উহার নিকট প্রতীয়মান হইলে, উক্ত তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দলের বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য চাকরিবিধি বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা হইলে কমিশন অধিকতর তদন্ত পরিচালনার জন্য কমিশনের অন্য কোনো কর্মচারীকে বা তদন্ত দল গঠন পূর্বক সময় নির্ধারণ করিয়া নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। **তদন্ত রেজিস্টার এবং ডায়েরি।**—(১) তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল যখন কোনো তদন্ত কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবে, তখল উক্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল সংক্ষিপ্ত আকারে তদন্তের বিষয়টি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষণ করিবে।

(২) এই প্রবিধানের অধীন কোনো অভিযোগের তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মচারী বা তদন্ত দল তাহার বা উহার তদন্তকার্যের অগ্রগতি ফরম-১৬ অনুসারে প্রস্তুতকৃত ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত ডায়েরির অনুলিপি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় সংযুক্ত করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্তর্বর্তীকালীন এবং চূড়ান্ত আদেশ

২৪। **অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান**।—আইনের ধারা ১৯ অনুসরণপূর্বক কমিশন শুনানির সময় প্রবিধান ৪ এর অধীন কোনো পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বা স্বপ্রণোদিতভাবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। **তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক আদেশ প্রদান**।—কমিশন তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উহা বিবেচনাক্রমে—

(ক) ধারা ২০ এ উল্লিখিত আদেশ বা নির্দেশ প্রদান বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; বা

(খ) ধারা ৮(১)(গ) এর অধীন মামলা দায়ের ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৬। **প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি**।—(১) প্রবিধান ২৫ এর দফা (ক) এর অধীন কমিশন কর্তৃক কোনো ব্যক্তির উপর ধারা ২০ এর বিধান অনুসারে প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হইলে আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তি উক্ত জরিমানার অর্থ কমিশনে জমা প্রদান করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে কোনো ব্যক্তি প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানা জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে—

(ক) ধারা ২৮ এর বিধান অনুসারে উক্ত জরিমানার অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act No. III of 1913) এর বিধানানুসারে আদায়যোগ্য হইবে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কমিশনের আদেশ লংঘনের কারণে ধারা ২৪ এর বিধান অনুসারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

২৭। **কমিশনের আদেশ প্রতিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল**।—(১) কমিশন কর্তৃক কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কমিশনের আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইয়াছে মর্মে আদেশ প্রাপ্তির ১ (এক) মাস বা আদেশে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে প্রমাণকসহ প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত প্রতিপালন প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে উহা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ ব্যর্থতার জন্য ধারা ২৪ এর অধীন মামলা দায়ের করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুনর্বিবেচনা

২৮। **কমিশনের আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন**।—(১) কমিশনের কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন কমিশনের আদেশ পুনির্বিবেচনার জন্য ফরম-১৭ অনুসারে চেয়ারপার্সন বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানার আদেশের বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার উপর আরোপিত জরিমানার ১০% (দশ শতাংশ) অর্থ কমিশন বরাবর যে কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার বা অনলাইন পদ্ধতিতে পরিশোধক্রমে উক্ত জমার রশিদ আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

২৯। **পুনর্বিবেচনার ফি**।—প্রবিধান ২৮ এর অধীন আবেদন দাখিলের সময় উহার সহিত তফসিলে বর্ণিত ফি পরিশোধপূর্বক যে কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার বা অনলাইন পদ্ধতিতে ফি জমা প্রদান করিবার কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩০। **পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তি**।—(১) পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির পর চেয়ারপার্সন উহা আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নথিতে সন্নিবেশক্রমে উহা কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং কমিশন আবেদনকারী, পক্ষবৃন্দ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত মামলার ক্ষেত্রে কমিশনের আইনজীবীকে শুনানিঅন্তে উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা শুনানি মুলতুবি হইলে পরবর্তী তারিখে পুনর্বিবেচার সমর্থনে আবেদনকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

(৩) শুনানির জন্য ধার্য্য তারিখে অথবা শুনানি মুলতুবি হইলে পরবর্তী তারিখে আবেদনকারী গরহাজির থাকিলে পুনর্বিবেচনার আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৪) শুনানির তারিখে আবেদনকারী হাজির থাকিলে, কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হইলে কমিশন একতরফাভাবে পুনর্বিচেনার আবেদন শুনানি করিতে বা পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনে পরবর্তী তারিখ ধার্য করিতে পারিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান অনুসারে আবেদন নামঞ্জুর বা খারিজ করা হইলে, আবেদনকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিলে বর্ণিত ফি প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুরের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৬) কমিশন পুনর্বিবেচনার আবেদন শুনানির পর কমিশনের আদেশ বা নির্দেশ বহাল, পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৭) কমিশন তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তিযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং আবেদনকারী কি প্রতিকার প্রাপ্য হইবেন তাহা উল্লেখ করিবে।

(৮) পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
আপিল

৩১। **কমিশনের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল**।—(১) কমিশনের কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে এবং উহার বিরুদ্ধে পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা না হইলে, তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এ দফা (খ) এর অধীন তফসিলে উল্লিখিত ফিসহ ফরম-১৮ অনুসারে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি প্রশাসনিক আর্থিক জরিমানার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার উপর আরোপিত জরিমানার ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) অর্থ সরকার বরাবরে যে কোনো তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার বা অনলাইন এর মাধ্যমে পরিশোধক্রমে উক্ত জমার রশিদ উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩২। **আপিল শুনানিকালীন পদ্ধতি এবং আদেশ প্রদান**।—(১) আপিল আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনকারী বা পক্ষবৃন্দ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত মামলার ক্ষেত্রে কমিশনকে বা কমিশনের পক্ষে আইনজীবীকে শুনানিঅন্তে উক্ত আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিয়া বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

(২) শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা শুনানি মুলতুবি হইলে পরবর্তী তারিখে আপিলের সমর্থনে আপিলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

(৩) শুনানির জন্য ধার্য তারিখে অথবা শুনানি মুলতুবি হইলে পরবর্তী তারিখে আপিলকারী গরহাজির থাকিলে, সরকার আপিল আবেদন খারিজ করিতে পারিবে।

(৪) শুনানির তারিখে আপিলকারী হাজির থাকিলে, কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হইলে সরকার একতরফাভাবে আপিল শুনানি করিতে পারিবে বা পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রয়োজনে পরবর্তী তারিখ ধার্য করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কোনো আপিল মামলার প্রতিপক্ষ থাকিলে কমিশনকে শুনানি ব্যতিরেকে উক্ত আপিল আবেদন একতরফাভাবে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

(৫) উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান অনুসারে আপিল নামঞ্জুর বা খারিজ করা হইলে, আপিলকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিলে উল্লেখিত ফি প্রদানপূর্বক আপিল মঞ্জুরের জন্য সরকারের নিকট পুনরায় আবেদন করিতে পারিবে।

(৬) সরকার আপিল শুনানির পর কমিশনের আদেশ বা নির্দেশ বহাল, পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৭) সরকার উহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তিযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং আপিলকারী কি প্রতিকার প্রাপ্য হইবেন তাহা উল্লেখ করিবে।

(৮) আপিলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) সরকার তৎকর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত কমিশনকে অবহিত করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩৩। **কমিশনের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ**।—(১) কমিশনের সচিব অভিযোগ সংক্রান্ত নথিপত্র ও কাগজাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবেন এবং উক্তরূপ তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রতিপালন করিবেন।

(২) কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা প্রাপ্তির পর উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ সংক্রান্ত নথিপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের প্রয়োজনে, অনুসন্ধান ও তদন্ত বিভাগে সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট নথিপত্র আইন ও বাস্তবায়ন বিভাগের সদস্য কর্তৃক মনোনীত কর্মচারীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকিবে এবং তিনি সদস্য কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রতিপালন করিবেন।

৩৪। **ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ**।—অভিযোগের শুনানির তারিখ, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এতদ্ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ও কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত তথ্য, ইত্যাদি কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যাইবে।

৩৫। **আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা ও সহায়তা গ্রহণ**।—কমিশন আইন ও এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট যে কোনো সংস্থার সহযোগিতা ও সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই প্রবিধানমালা জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন কর্তৃক ১২ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ২৬.১২.০০০০.১০৪.২২.০২১.১৭-৪৬৩ নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ, অতঃপর রহিত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আদেশ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২১ সনের ১৬তম কমিশন সভার সিদ্ধান্তের অধীন—

(ক) কৃত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই প্রবিধানমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) কমিশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো তদন্ত, পেশকৃত কোনো তদন্ত প্রতিবেদন ও কার্যধারা এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে পরিচালিত ও পেশকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) কমিশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা, রিট বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই প্রবিধানমালার অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(ঘ) দাখিলকৃত কোনো দরখাস্ত, স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত কোনো অভিযোগ, জারীকৃত কোনো নোটিশ, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, দাখিলীয় পুনর্বিবেচনা এবং আপিল এর আবেদন, রক্ষিত কোনো রেকর্ড বা দলিল, জমাকৃত কোনো ফি বা প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন দাখিলকৃত, আনীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, দায়েরকৃত, রক্ষিত এবং জমাকৃত হইয়াছে বলিয়া পণ্য হইবে।

৩৭। **প্রবিধানমালার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ**।—এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর কমিশন, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই প্রবিধানমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

[প্রবিধান ২(১০), ২(১৪), ৩ (১), ২৯, ৩০ (৫), ৩১ (১) এবং ৩২ (৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অভিযোগ দায়ের, পুনর্বিবেচনা এবং আপিলের ক্ষেত্রে ফি

ক্রমিক নং	ক্ষেত্র/বিষয়	অভিযোগকারী/আবেদনকারী/ আপিলকারী	ফি
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	অভিযোগ দায়ের	(ক) ব্যক্তি হইলে	
		বাংলাদেশে অবস্থানরত	২,০০০ (দুই হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত	১০০ (একশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
		(খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ভোক্তা সমিতি বা সমবায় সমিতি বা ট্রাস্ট হইলে—	
		বাংলাদেশে অবস্থিত	৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত	২০০ (দুইশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
		(গ) ফার্ম বা কোম্পানি হইলে—	
		যাহার পূর্ববর্তী বৎসরের টার্নওভার ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা এর নীচে, তাহাদের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশে অবস্থিত)	২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা
		পূর্ববর্তী বৎসরের টার্নওভার ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা এর নীচে, তাহাদের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত)	৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা

(১)	(২)	(৩)	(৪)
		যাহার পূর্ববর্তী বৎসরের টার্নওভার ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা থেকে ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ কোটি টাকা) এর মধ্যে, তাহাদের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশে অবস্থিত)	৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা
		যাহার পূর্ববর্তী বৎসরের টার্নওভার ২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা থেকে ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ কোটি টাকা) এর মধ্যে, তাহাদের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত)	১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা
		যাহার বার্ষিক টার্নওভার ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ কোটি) টাকা এর উপরে, তাহাদের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশে অবস্থিত)	৮০,০০০ (আশি হাজার) টাকা
		যাহার বার্ষিক টার্নওভার ৫০,০০,০০,০০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা এর উপরে, তাহাদের ক্ষেত্রে- (বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত)	১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা
২।	পুনর্বিবেচনার আবেদন	(ক) ব্যক্তি হইলে-	
		বাংলাদেশে অবস্থানরত	২,০০০ (দুই হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত	১০০ (একশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
		(খ) নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন হইলে- [যেমন-বেসরকারি সংস্থা, ভোক্তা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ট্রাস্ট, ইত্যাদি]	
		বাংলাদেশে অবস্থিত	৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত	২০০ (দুইশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
		(গ) ফার্ম বা কোম্পানি হইলে-	
		বাংলাদেশে অবস্থিত	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত	৫০০ (পাঁচশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩।	আপিল	(ক) ব্যক্তি হইলে-	
		বাংলাদেশে অবস্থানরত	২,০০০ (দুই হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত	১০০ (একশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
		(খ) নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন হইলে- [যেমন-বেসরকারি সংস্থা (NGO), ভোক্তা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ট্রাস্ট, ইত্যাদি]	
		বাংলাদেশে অবস্থিত	৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত	২০০ (দুইশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা
		(গ) ফার্ম বা কোম্পানি হইলে-	
		বাংলাদেশে অবস্থিত	১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা
		বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত	৫০০ (পাঁচশত) ইউএস ডলার বা সমপরিমাণ টাকা

ফরম-১

[প্রবিধান ৩ (১) এবং ৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অফিস কর্তৃক পূরণীয়
অভিযোগ নম্বর :
অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ :

ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত অভিযোগ দায়ের

তারিখ............................

বরাবর

চেয়ারপার্সন,

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন,

...., ঢাকা।

বিষয়: অভিযোগ দায়ের।

১। অভিযোগকারী ব্যক্তির নাম:

২। পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৩। মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

৪। জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে):

৫। টি আই এন নম্বর (যদি থাকে):

৬। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর (যদি থাকে):

৭। যোগাযোগের ঠিকানা:

৮। স্থায়ী ঠিকানা:

৯। পেশা:

১০। টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে):

১১। মোবাইল নম্বর:

১২। ই-মেইল (যদি থাকে):

১৩। প্রতিপক্ষ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম:

(ক) যোগাযোগের ঠিকানা:

(খ) টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে):

(গ) মোবাইল নম্বর:

(ঘ) ই-মেইল (যদি থাকে):

(ঙ) পেশা (যদি থাকে):

১৪। প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা (আইনের যে ধারা লংঘন করা হইয়াছে তাহা প্রয়োজনে উল্লেখ করিতে পারিবে)

১৫। প্রার্থীত প্রতিকার (প্রত্যাশিত/কাঙ্ক্ষিত)

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর ও
তারিখ

নাম ও পদবিসহ,
সিল (যদি থাকে)

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর

বিঃ দ্রঃ

(১) অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাইবে।

(২) অভিযোগের স্বপক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংযুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-২

[প্রবিধান ৩ (১) এবং ৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অফিস কর্তৃক পূরণীয়	
অভিযোগ নম্বর :	
অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ :	

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত অভিযোগ দায়ের

তারিখ............................

বরাবর

চেয়ারপার্সন,

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন,

...., ঢাকা।

বিষয়: অভিযোগ দায়ের।

১। অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠানের নাম:

২। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অভিযোগকারীর নাম ও পদবি:

৩। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:

৪। যোগাযোগের ঠিকানা:

৫। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর:

৬। টি আই এন/ই-টি আই এন নম্বর:

৭। টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে):

৮। মোবাইল নম্বর:

৯। ই-মেইল (যদি থাকে):

১০। প্রতিপক্ষ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম:

(ক) যোগাযোগের ঠিকানা:

(খ) টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে):

(গ) মোবাইল নম্বরঃ

(ঘ) ই-মেইল (যদি থাকে):

(ঙ) পেশা (যদি থাকে):

১১। প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা (আইনের যে ধারা লংঘন করা হইয়াছে তাহা প্রয়োজনে উল্লেখ করিতে পারিবে)

১২। প্রার্থীত প্রতিকার (প্রত্যাশিত/কাঙ্ক্ষিত)

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর ও
তারিখ

নাম ও পদবিসহ,
সিল (যদি থাকে)

মোবাইলঃ

ই-মেইলঃ

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর

বিঃ দ্রঃ

(১) অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাইবে।

(২) অভিযোগের স্বপক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংযুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-৩

[প্রবিধান ৩ (৫) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অভিযোগ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অভিযোগ দায়েরের তারিখ	অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	প্রতিপক্ষের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের) নাম, পদবি (যদি থাকে), কর্মস্থলের ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা	দাখিলকৃত কাগজপত্রের বিবরণ	অভিযোগ দায়েরের পর গৃহীত ব্যবস্থা	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি/মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

ফরম-৪

[প্রবিধান ৩ (৬) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অভিযোগ রেজিস্টার (স্বপ্রণোদিত)

ক্রমিক নং	অভিযোগ আনয়নের/ গ্রহণের/ গোচরীভূতির তারিখ	অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যের উৎস	প্রতিপক্ষের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের) নাম, পদবি (যদি থাকে), কর্মস্থলের ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা	দাখিলকৃত কাগজপত্রের বিবরণ	অভিযোগ আনয়নের/ গ্রহণের/ গোচরীভূতির পর গৃহীত ব্যবস্থা	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি/ মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

ফরম-৫

[প্রবিধান ৩ (৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অভিযোগ রেজিস্টার (সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত)

[সঠিক স্থানে টিক চিহ্ন দিন]

ক্রমিক নং	অভিযোগ তথ্য বা প্রতিবেদন প্রেরণের সূত্র ও তারিখ	সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল	প্রতিপক্ষের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের) নাম, পদবি (যদি থাকে), কর্মস্থলের ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা	দাখিলীয় কাগজপত্রের বিবরণ	অভিযোগ আনয়নের পর গৃহীত ব্যবস্থা	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি/ মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

ফরম-৬

[প্রবিধান ৭ (২) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ নং

তারিখ:..............

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অনুসন্ধান রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগকারীর (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং ও ই-মেইল (যদি থাকে)	প্রতিপক্ষের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং ও ই-মেইল (যদি থাকে)	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রতিযোগিতা আইনের অপরাধ সংশ্লিষ্ট ধারা	অনুসন্ধানকারী কর্মচারী/ দলের নাম ও অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণের তারিখ ও স্মারক	অনুসন্ধান কার্যক্রমের সময়সীমা	অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা রহিয়াছে কি না	আনুষঙ্গিক বিষয়াদি/ মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

ফরম-৭

[প্রবিধান ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

নোটিশ

[অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনের জন্য অভিযোগকারী বরাবরে]

[প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এবং ধারা ২৩ এর বিধান মোতাবেক]

প্রাপক:

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামঃ...................., পদবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):....................
পিতাঃ.........................., মাতা (প্রাযোজ্য ক্ষেত্রে):........................
ঠিকানাঃ............ ডাকঘরঃ........... উপজেলা/থানাঃ..........., জেলাঃ..........।

অভিযোগ নংঃ....................,
সূত্র নং................ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) এর................... তারিখের অভিযোগ।
বিষয়...
....

অভিযোগকারী

বনাম

....

প্রতিপক্ষ

যেহেতু আপনি বিগত........... তারিখে একটি লিখিত আবেদনের মাধ্যমে/অনলাইনে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা............ এর বিধান লংঘনের বিষয় উল্লেখক্রমে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন; এবং

যেহেতু বিষয়টির উপর কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে;

সেহেতু আপনাকে স্বয়ং বা মনোনীত প্রতিনিধিকে বিষয় এবং সূত্রে উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ নিম্নবর্ণিত স্থান, তারিখ, বার এবং সময়ে অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বক্তব্য প্রদানের সুবিধার্থে হাজির হইবার/করিবার জন্য এতদ্বারা এই নোটিশ প্রদান করা হইল।

স্থানঃ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
....
ঢাকা।
তারিখঃ
বারঃ
সময়ঃ ....ঘটিকা।

ধার্য তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে অভিযোগটি আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না হইলে এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কাগজ বা দলিলাদি জমাদানে ব্যর্থ হইলে আইনের বিধান অনুসারে উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে।

অদ্য.....................সালের..................তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করা গেল।

কমিশনের আদেশক্রমে,

অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দলের আহ্বায়ক

❖ ফরম-১৪ এর তথ্যাদি পূরণপূর্বক সংযুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-৮
[প্রবিধান ৯ (১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
ঢাকা।
www.ccb.gov.bd

নোটিশ
[অভিযোগের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রতিপক্ষ বরাবরে]

[প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এবং ধারা ২৩ এর বিধান মোতাবেক]

প্রাপক:

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামঃ...................., পদবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):....................
পিতাঃ..........................., মাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রেঃ........................
ঠিকানাঃ........... ডাকঘরঃ.......... উপজেলা/থানাঃ.........., জেলাঃ.........।

অভিযোগ নংঃ...................,
সূত্র নং............... (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/স্বপ্রণোদিত) এর............. তারিখের অভিযোগ।
বিষয়ঃ..
....

অভিযোগকারী

বনাম

....
....

প্রতিপক্ষ

যেহেতু আপনার/আপনার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা........... এর বিধান লংঘনের বিষয় অভিযোগকারী কর্তৃক কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে, যাহা উক্ত আইনের অধীন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু বিষয়টির উপর কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে;

সেহেতু আপনাকে/আপনাদেরকে স্বয়ং বা মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে বিষয় এবং সূত্রে উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ নিম্নবর্ণিত স্থান, তারিখ, বার এবং সময়ে অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বক্তব্য প্রদানের সুবিধার্থে হাজির হইবার/করিবার জন্য এতদ্দ্বারা এই নোটিশ প্রদান করা হইল।

স্থান: বাংলাদেশ প্রতিযোগিত কমিশন

....

ঢাকা।

তারিখ :

বার :

সময় : ....ঘটিকা।

ধার্য তারিখে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে অভিযোগটি আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না হইলে এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কাগজ বা দলিলাদি জমা দানে ব্যর্থ হইলে আইনের বিধান অনুসারে উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে।

অদ্য....................সালের....................তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করা গেল।

কমিশনের আদেশক্রমে,

অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দলের আহ্বায়ক

❖ ফরম-১৪ এর তথ্যাদি পূরণপূর্বক সংযুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-৯

[প্রবিধান ১৩ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অনুসন্ধান ডায়েরি (দৈনন্দিন ভিত্তিতে)

ক্রমিক নং	অভিযোগ নং ও তারিখ	অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর নাম, পদবি ও কর্মস্থল	অনুসন্ধানের স্থান/প্রতিষ্ঠান	যাত্রার তারিখ ও সময়	প্রত্যাবর্তনের তারিখ ও সময়	অনুসন্ধান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত কার্যক্রম	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি/ মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও তারিখ

বা

অনুসন্ধান দলের ক্ষেত্রে—

আহ্বায়কের নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-১০

[প্রবিধান ১৪ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অনুসন্ধান প্রতিবেদন (মাসিক ভিত্তিতে)

ক্রমিক নং	অভিযোগ নং ও তারিখ	অভিযোগকারীর (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের) নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের (ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের) নাম ও ঠিকানা	অনুসন্ধান কাজের অগ্রগতি	অনুসন্ধান কার্য সম্পন্নের সম্ভাব্য সময়সীমা	প্রাথমিক সত্যতা রহিয়াছে কি না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আনুষঙ্গিক বিষয়াদি/ মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

অনুসন্ধানকারী কর্মচারীর নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও তারিখ

বা

অনুসন্ধান দলের ক্ষেত্রে—

আহ্বায়কের নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-১১

[প্রবিধান ১৫ (৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

তদন্ত রেজিস্টার

ক্রমিক নং	অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	অভিযোগকারীর (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	প্রতিপক্ষের (ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের) নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং এবং ই-মেইল	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রতিযোগিতা আইনের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ধারা	তদন্ত কর্মচারী/ দলের নাম ও তদন্তের জন্য প্রেরণের আদেশ নং ও তারিখ	তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	মতামত	আনুষঙ্গিক বিষয়াদি/ মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

ফরম-১২
[প্রবিধান-১৬(১) এবং প্রবিধান-১৯(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

নোটিশ

[তদন্তের লক্ষ্যে অভিযোগকারী বরাবরে]

[প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) ধারা এর দফা (ক) এবং ধারা ২৩ এর বিধান মোতাবেক]

প্রাপক :

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম : ...., পদবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....
পিতা : ...., মাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....,
ঠিকানা : .... ডাকঘর : .... উপজেলা/থানা : .... জেলা : .... ।

অভিযোগ নং ....

সূত্র : .... ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/স্বপ্রণোদিত) এর .... তারিখের অভিযোগ।

বিষয় :...

....

অভিযোগকারী

বনাম

....

প্রতিপক্ষ

যেহেতু আপনি বিগত .... তারিখে একটি লিখিত আবেদনের মাধ্যমে/অনলাইনে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা .... এর বিধান লংঘনের বিষয় উল্লেখক্রমে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন; এবং

যেহেতু বিষয়টির উপর কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই/অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু কমিশনের যাচাই-বাছাই/অনুসন্ধান কার্যক্রমে যে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হইয়াছে উহার উপর কমিশনের পক্ষে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দলের সম্মুখে আপনাকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আপনার আবেদনের স্বপক্ষে বক্তব্য প্রদান করা আবশ্যক;

সেহেতু বিষয় এবং সূত্রে উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে আপনাকে স্বয়ং প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ নিম্নবর্ণিত স্থান, তারিখ, বার এবং সময়ে তদন্ত কার্যে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বক্তব্য প্রদানের সুবিধার্থে হাজির হইবার জন্য এতদ্দ্বারা এই নোটিশ প্রদান করা হইল।

স্থান : বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

....

ঢাকা।

তারিখ :

বার :

সময় : .... ঘটিকা।

ধার্য তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে অভিযোগটি আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না হইলে এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কাগজ বা দলিলাদি জমাদানে ব্যর্থ হইলে আইনের বিধান অনুসারে উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে।

অদ্য .... সালের .... তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করা গেল।

কমিশনের আদেশক্রমে,

তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দলের আহ্বায়ক

❖ ফরম-১৪ এর তথ্যাদি পূরণপূর্বক সংযুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-১৩
[প্রবিধান-১৬(১) এবং প্রবিধান-১৯(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
ঢাকা।
www.ccb.gov.bd

নোটিশ

[অভিযোগের তদন্তের লক্ষ্যে প্রতিপক্ষ বরাবরে]

[প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এবং ধারা ২৩ এর বিধান মোতাবেক]

প্রাপক :

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম : ...., পদবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....,
পিতা : ...., মাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : ....,
ঠিকানা : ...., ডাকঘর : ...., উপজেলা/থানা : ...., জেলা : .... ।

অভিযোগ নং ....

সূত্র : .... ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/স্বপ্রণোদিত) এর .... তারিখের অভিযোগ।

বিষয় : ....
....

অভিযোগকারী

বনাম

....
....

প্রতিপক্ষ

যেহেতু আপনার/আপনার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৩ নং আইন) এর ধারা .... এর বিধান লংঘনের বিষয়ে অভিযোগকারী কর্তৃক কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে, যাহা উক্ত আইনের অধীন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু বিষয়টির উপর কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই/অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু কমিশনের যাচাই-বাছাই/অনুসন্ধান কার্যক্রমে যে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হইয়াছে উহার উপর কমিশনের পক্ষে তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দলের সম্মুখে আপনাকে/আপনাদের শুনানি করা আবশ্যক;

সেহেতু বিষয় এবং সূত্রে উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে আপনাকে/আপনাদেরকে স্বয়ং বা প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া এবং প্রয়োজনীয় কাগজাদি নিম্নবর্ণিত স্থান, তারিখ, বার এবং সময়ে তদন্ত কার্যে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বক্তব্য প্রদানের সুবিধার্থে হাজির হইবার/করিবার জন্য এতদ্দ্বারা এই নোটিশ প্রদান করা হইল।

স্থান : বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

....

ঢাকা।

তারিখ :

বার :

সময় : .... ঘটিকা।

ধার্য তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে অভিযোগটি আইনানুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না হইলে এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কাগজ বা দলিলাদি জমাদানে ব্যর্থ হইলে আইনের বিধান অনুসারে উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে।

অদ্য .... সালের .... তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করা গেল।

কমিশনের আদেশক্রমে,

তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দলের আহ্বায়ক

❖ ফরম-১৪ এর তথ্যাদি পূরণপূর্বক সংযুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-১৪

[প্রবিধান-৯(১) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রবিধান-১৬(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অভিযোগকারী বা প্রতিপক্ষ বরাবরে অনুসন্ধান বা তদন্ত সম্পর্কিত নোটিশের সহিত সংযুক্তিয় তথ্যাবলি

(১) অভিযোগ নম্বর ও তারিখ :

(২) অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা :

(৩) প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা (সংখ্যা অনুসারে) :

(৪) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ধারা/ধারাসমূহ :

(৫) প্রাপ্ত অভিযোগের ছায়ালিপি :

(৬) অভিযোগের স্বপক্ষে তালিকা সংবলিত প্রয়োজনীয় কাগজ বা দলিলাদি :

(৭) অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি :

কমিশনের পক্ষে,

(স্বাক্ষরের স্থান ও তারিখ)

❖ অনুসন্ধান কর্মচারী বা অনুসন্ধান দল

(স্বাক্ষরের স্থান ও তারিখ)

❖ তদন্ত কর্মচারী বা তদন্ত দল

(স্বাক্ষরের স্থান ও তারিখ)

❖ সঠিক স্থানে স্বাক্ষর করুন।

ফরম-১৫

[প্রবিধান-২১ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

তদন্ত প্রতিবেদন (মাসিক ভিত্তিতে)

ক্রমিক নং	অভিযোগ নং ও তারিখ	অভিযোগকারীর (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের) নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের) নাম ও ঠিকানা	তদন্ত কাজের অগ্রগতি	তদন্ত কার্য সম্পন্নের সম্ভাব্য সময়সীমা	মতামত	আনুষঙ্গিক বিষয়াদি (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

তদন্ত কর্মচারীর নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও তারিখ

বা

তদন্ত দলের ক্ষেত্রে—

আহ্বায়কের নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-১৬

[প্রবিধান-২৩ (২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

তদন্ত ডায়েরি (দৈনন্দিন ভিত্তিতে)

ক্রমিক নং	অভিযোগ নং ও তারিখ	তদন্তকারী কর্মচারীর নাম, পদবি ও কর্মস্থল	তদন্তের স্থান/প্রতিষ্ঠান	যাত্রার তারিখ ও সময়	প্রত্যাবর্তনের তারিখ ও সময়	তদন্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত কার্যক্রম	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি/মন্তব্য (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

ফরম-১৭

[প্রবিধান-২৮(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অফিস কর্তৃক পূরণীয়
অভিযোগ নম্বর :
অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ :

পুনর্বিবেচনা আবেদন

বরাবর
চেয়ারপার্সন,
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন,
...., ঢাকা।

বিষয় : পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন।

সূত্র : আদেশের স্মারক নং- ....; তারিখ .... খ্রিঃ।

বিনীত নিবেদন এই যে, ... (ঘটনার বিবরণ, পুনর্বিবেচনার কারণ, পুনর্বিবেচনার পক্ষে যুক্তি, প্রভৃতি প্যারা-১, প্যারা-২ .... ইত্যাদি আকারে লিখিত হইবে)

অতএব, প্রার্থনা উপরিউক্ত কারণে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক বিগত .... তারিখের আদেশ নং .... এর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করিতে কমিশনের সদয় মর্জি হয়।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর বিধান অনুসারে আমার উপর আরোপিত জরিমানার ১০% অর্থ বাবদ .... (   ) টাকা .... ব্যাংকের .... শাখার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং .... তারিখ .... মূলে কমিশন বরাবরে বা অনলাইন এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত জমার রশিদ এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

সংযুক্ত :

১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্মারক নং .... তারিখ : .... মূলে প্রদত্ত আদেশের কপি (.............. পাতা)।

২। ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং ...., তারিখ ....।

বা

অনলাইন এর মাধ্যমে জমা সংক্রান্ত তথ্য :

৩। অন্যান্য কাগজপত্র/দলিলাদি (যদি থাকে ....) :

তারিখ :................................

স্বাক্ষর

(আবেদনকারী)

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম, স্বাক্ষর (প্রয়োজনে সিল) ও ঠিকানা

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর

ফরম-১৮

[প্রবিধান-৩১(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অফিস কর্তৃক পূরণীয়
অভিযোগ নম্বর :
অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ :

আপিল আবেদন

বরাবর
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

বিষয় : আপিলের জন্য আবেদন।

সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের আদেশের স্মারক নং- ....; তারিখ .... খ্রিঃ।

বিনীত নিবেদন এই যে, ... (ঘটনার বিবরণ, আপিলের কারণ, আপিলের পক্ষে যুক্তি, প্রভৃতি প্যারা-১, প্যারা-২ .... ইত্যাদি আকারে লিখিত হইবে)

অতএব, প্রার্থনা উপরিউক্ত কারণে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিগত .... তারিখের আদেশ নং .... এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল আবেদন গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করিতে সরকারের সদয় মর্জি হয়।

প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে আমার উপর আরোপিত জরিমানার ২৫% অর্থ .... টাকা .... ব্যাংকের .... শাখার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং .... তারিখ .... মূলে বা অনলাইন এর মাধ্যমে সরকার (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) বরাবরে বিগত .... তারিখে জমা প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত জমার রশিদ এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

সংযুক্ত :

১। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের স্মারক নং ...., তারিখ : .... মূলে প্রদত্ত আদেশের কপি (............. পাতা)।

২। ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং ...., তারিখ ....।

বা

অনলাইন এর মাধ্যমে জমা সংক্রান্ত তথ্য :

৩। অন্যান্য কাগজপত্র/দলিলাদি (যদি থাকে ....) :

তারিখ : ....

স্বাক্ষর

(আবেদনকারী)

ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম, স্বাক্ষর (প্রয়োজনে সিল) ও ঠিকানা

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে বর্ণিত তথ্যসমূহ আমার/আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর

ফরম-১৯

[প্রবিধান-১১ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

অনুসন্ধান প্রতিবেদন

(১) অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

(২) অনুসন্ধান কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদন করা হইয়াছে তাহার বিবরণ :

(৩) আনীত অভিযোগের সহিত আইনের সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কিনা, থাকিলে উহা কোন ধারার অধীন:

(৪) আনীত অভিযোগের সহিত অন্য কোনো আইনের বিধানাবলির সংশ্লিষ্টতা বা সাংঘর্ষিকতা রহিয়াছে কিনা:

(৫) আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, (যদি থাকে) :

মতামত/মন্তব্য

প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

ফরম-২০

[প্রবিধান-২২(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

ঢাকা।

www.ccb.gov.bd

তদন্ত প্রতিবেদন

১। তদন্তের প্রারম্ভিকা:

২। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা/বিবরণ:

৩। বাজার পর্যালোচনা:

৪। প্রতিযোগিতা আইনের যে ধারা/উপ-ধারার ব্যত্যয় বা লংঘন হইয়াছে:

৫। অপরাধ সংঘটনের সময়কাল:

৬। অভিযোগ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ:

৭। তদন্তের বিষয়বস্তুর সারমর্ম:

৮। তদন্তের প্রক্রিয়া/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়া ও কৌশল:

৯। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, রেকর্ডপত্র, সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা:

১০। বাজারের উপর বিরূপ প্রভাব পর্যালোচনা:

১১। পূর্ব নজির (যদি থাকে):

১২। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াবলি (যদি থাকে):

যৌক্তিকতা সংবলিত মতামত

প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

কমিশনের আদেশক্রমে

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী

চেয়ারপার্সন

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd